12 JUL 2012

সংবাদ

তারিখ 12 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তীব্র শিক্ষক সংকট

দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বহুদিন ধরেই চলছে শিক্ষক সংকট। রাজধানীর বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ সংকট আরও গভীর। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিভাগ খুলতে হলে বা ছাত্র ভর্তি শুরু করার আগে কমপক্ষে একজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক, একজন করে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক থাকতে হবে। তবে আদর্শ অনুপাত হলো ১:২:৩:৪। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এ অনুপাত রক্ষা করতে পারছে না। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এ ব্যাপারে বানিকটা সফল হলেও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কাজটা করতে পারছে না। রাজধানীর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোন কোন বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষক আছেন। রাজনৈতিক বিবেচনায় এসব বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হলেও শিক্ষক সংকটের জন্য এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ছাত্ররা সহজে যেতে চায় না।

আমাদের এক সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের ২৯টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন সর্বমোট ৯ হাজার ৫৪৫ জন। এর মধ্যে অধ্যাপক ২ হাজার ৭০০, সহযোগী অধ্যাপক ১ হাজার ৫৯৮, সহকারী অধ্যাপক ৩ হাজার ৫ এবং প্রভাষক ২ হাজার ২৮১ জন। তথ্যগুলো পাওয়া গেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে। এসবের মধ্যে কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। যেমন- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি অনুষদে চারটি বিভাগ থাকলেও অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক একজনও নেই। আরেক দিকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদে ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি অনুষদে ১২, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি অনুষদে সাত এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অনুষদে ১৫টি বিভাগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকটিতে মাত্র একজন করে অধ্যাপক আছেন। অর্থাৎ খুব কম বিভাগেই অধ্যাপক রয়েছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন শিক্ষকের চেয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক বেশি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার অবসরপ্রাপ্তরা অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করে থাকেন।

দেশের উচ্চশিক্ষা মানসম্পন্ন করতে হলে শিক্ষক সংকট মোকাবিলা করতে হবে। শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ করে তাদের ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিলে দেখা যায়, অধিকাংশই দেশে ফিরে আসেন না। দেশের ভেতর গবেষণার সুযোগ-সুবিধা না থাকায় শিক্ষকরা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন না। কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ না থাকায় সেখান থেকেও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন সম্ভব নয়। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের মতো গবেষণার ব্যবস্থা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় করতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। তবে এ কাজে তাদের অভিজ্ঞতা নাকি ভালো নয়। যেভাবেই হোক কোন 'ক্র্যাশ' প্রোগ্রামের মাধ্যমে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে মানসম্মত শিক্ষক পাওয়া কঠিন হবে। আমাদের বুয়েটকেও এ ব্যাপারে নজর দিতে হবে। বিষয়টি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেয়ে শিক্ষকদের মানোন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে।